গাংনী সাব রেজিষ্টারের বিরুদ্ধে নানা বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিস।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে কর্মরত কতিপয় অফিস সহকারী ও দলিল লেখকদের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানা অজুহাত দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পকেটস্থ করছেন।

এছাড়া হাতে লেখা দলিল দিয়েই এখানে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম চলছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, অফিসের ভিতরে যথা নিয়মেই কাজ কর্ম চলছে। সরকারী ফিস রিসিভের মাধ্যমে জমা নেওয়া হয়। তবে অফিসের বাহিরে দলিল লেখকরা কে, কি করছেন সেটা তার জানা নয়।

সরেজমিনে আজ মঙ্গলবার সাকালে গিয়ে জানা গেছে সাব রেজিষ্ট্রিার আজ সকালে তিনি মহুরীদের ডেকে দলিল প্রতি আরও ১ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য নিদের্শ প্রদান করেছেন।

কয়েকজন মহুরী জানান, আমাদের লাইন্সি নবায়ন বাবদ হাসনা হেনা বকুল আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২৩শত টাকা নিয়েছে আজ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়নি।সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হেবা দলিলে ৫০০শত টাকার স্ট্যাম্প ও ফিস বাবদ ৭০০শত টাকা নেয়ার নিয়ম থাকলে ও অফিসে অতিরিক্ত ৭০০শত টাকার পরির্বতে ১২শত টাকা ও ফালিং বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য বাধ্য করেছে।এই টাকার কোন রশিদ দেওয়া হয়না।

জানা গেছে, গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল প্রতি ৫০০ টাকা সাব রেজিষ্টারসহ অফিসের কর্মচারীরা নিয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় দলিল লেখকসহ ভূক্তভোগীরা।

আরো জানা যায়, নাম্বার রিং দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এসব টাকা আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে অফিস সহকারী হাসনা হেনা বকুল, স্টাফ রতন, অফিসের পিয়ন মহিবুল ইসলাম, বশির আহমেদ। ওই টাকাগুলো সাব-রেজিষ্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে থাকেন বলে জানা গেছে।

গাংনী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি ৭%, অকৃষি জমি ৮%, পৌর সভার মধ্যে ২%, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার, নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ থাকলেও দলিল লেখক সমিতি নানা কারণ দেখিয়ে অলিখিত সিন্ডিকেট তৈরী করে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছেন।

ভবানিপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমার জামায়ের জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৫০০টাকা অতিরিক্ত নিয়েছে মহুরী। অফিস স্টাফ বশির আহমেদ মসজিদ উন্নয়নের নামে ৫০টাকা নিয়েই তবে টিপসই নিয়ে থাকেন।

সমপ্রতি ধর্মচাকী গ্রামের রবিউল ইসলাম জানান,আমার স্ত্রীকে তার মায়ের জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করার সময় মহুরী আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত অফিস খরচ বাবদ ১হাজার টাকা বেশি নিয়েছে মোট ৬ হাজার টাকা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের বেক্রা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমার জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে আমার ভাইকে দিতে গেলে মহুরী আমার কাছ থেকে ৩হাজার ৫০০টাকা গ্রহন করেন।জানতে চাইল তিনি বলেন,অফিসের খরচ ২হাজার ৫০০টাকা দিতে হয়।আমারা লেখা খরচ থাকে মাত্র ১হাজার টাকা। এক প্রশ্নেনের জাবাবে মহুরী বলেন,আমারা চাকুরী করি সাব রেজিষ্ট্রারের অনুকুলে তাদের টাকা না দিলে লাইন্সি বাতিল করে দেওয়ার ভয়দেখান।

কুঞ্জনগর গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৪০০ টাকা ও ঘোষণাপত্র বাবদ ৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। একই সাথে নকল সরবরাহের জন্য মহুরী এক হাজার টাকা নেন। এ টাকার কোন রশিদ দেননি তিনি। একই কথা জানালেন হোগলবাড়িয়া গ্রামের শামীম।

এব্যাপারে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন পিন্টু

জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দলিল লেখকদের কাছ থেকে অফিস খরচ বাবাদ সাব রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা করে গ্রহণ করেন। এই টাকার কোন রশিদ আমাদেরকে দেওয়া হয়না। হেবা দলিলে ৫০০টাকা নিয়ে থাকেন। এই টাকারও কোন রশিদ দেওয়া হয়না। আমরা এর বাইরে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করিনা।মুজিববর্ষ পালনে স্যারের ফকেটের টাকা খরচ হওয়ায় স্যার আবারও দলিল প্রতি ১টাকা আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, আমরা অফিসের বাইরে কোন টাকা আদায় করিনা। অফিস খরচ বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। হেবা দলিল প্রতি ৫০০টাকা অফিস নিয়ে থাকে।এ টাকার সরকারী কোন রশিদ আমাদেরকে দেয় না। তিনি বলেন, টাকা নেয় অফিস, আর নাম হয় দলিল লেখকদের। আমাদের নিকট থেকে টাকা না নিলে আমারা ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে আরো কম টাকা নিতে পারতাম।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, আমি যত দিন আছি কোন অনিয়ম হবে না। সরকারি রশিদ ছাড়া কোন টাকা নেওয়া হয়না। মহুরীরা আমার নাম ব্যাবহার করলে আমার কিছু করার নেই। তবে আমি আসার পার দেখি এখানে ভুয়া সাংবাদিক ও কিছু নেতা,গাঁজা খোর অফিসে মাসুয়ারা নিতো আমি আসার পর সেটি বন্ধ করে দিয়েছি।আমি আগে এটিএন বাংলা টিভি তে সাংবাদিকগতা করতাম মুন্নিশাহার সাথে আমার পরিচয় আছে।

আপনারা কে আমার কথা রেকর্ড করার কী ভাবে সংবাদ নিতে হয় আমার কাছ থেকে জেনে যাবেন।আমার নামে কোন নিউজ হলে আপনারদের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকায় আমি নিউজ করবো।আমার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়।আমার বাবা আওয়ামীলীগের লেডার।আমি বাহিরাগতদের এখানে প্রবেশ করতে দেবনা।তিনি আরও বলেন আমার অফিসে অনিয়ম হলে সাংবাদিকদের কী তারা আমার অফিসের তদন্ত করার কে আমার অফিসের ব্যাপার অমি বুঝবো।

গাংনীতে পৃথক পৃথক ভাবে মহান

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বল্প পরিসরে উদযাপিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বৈশ্বিক ব্যাধি নোভেল করোনা ভাইরাসের কারণে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও দলীয় পর্যায়ে পৃথক ভাবে কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাংনী কমান্ড, বাংলাদেশ পুলিশ গাংনী থানা ও পৌর আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে উপজেলা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা কর্মকর্তা (তদন্ত ওসি) সাজেদুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রতিকার ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদ মসজিদের পেশ ঈমাম ইলিয়াস হোসেন।

অপর দিকে বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার

হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, যুবলীগের সভাপতি আশরাফউদ্দিন বাবু, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আরিফুল ইসলাম সোবহান ও কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান নিজ নিজ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৮ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৭৪ মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পরে যুবলীগের পতাকা সাবেক প্যানেল মেয়র নবীর উদ্দিন, দলীয় পতাকা উপজেলা আওয়ামী লীগের গোলাম মোস্তফা, ছাত্রলীগের পতাকা হাসিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের পতাকা আবুল বাশার, তাঁতী লীগের পতাকা মনিরুল ইসলাম ও আঃ মজিদ, মৎস্য লীগের পতাকা আলম ও খলিলুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার,বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু ।

পতাকা উত্তোলন শেষে রেজাউল চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা শেষে সকল শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ৭৪ মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনীতে বিভিন্ন সড়কে স্বেচ্ছায় জীবানুনাশক প্রয়োগ

করছে একদল যুবক

সড়কে চলাচলকৃত যানবাহন থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রামক প্রতিরোধে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দীতে নিজ উদ্যোগে একদল যুবক জীবানু নাশক প্রয়োগ করছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে জেলার দোকান পাট বন্ধ করা সহ আন্তঃ জেলার গণপরিবহন সিমিত করা হয়েছে বলে ঘোষনা দেন জেলা প্রশাসন। যার ফলে নিজ প্রয়োজনে এক স্থান অন্য স্থানে যেতে হচ্ছে কর্মব্যাস্ত মানুষকে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে চলাচলকৃত সকল প্রকার যানবাহন সড়কে থামিয়ে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।

তাদের এমন উদ্যোগ অন্য এলাকার যুবকেদের অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান সড়কে চলাচল কারীরা।

মেহেরপুরের সকল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, খোলা থাকছে কাঁচা বাজার ও ওষুধের দোকান

করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধকল্পে মেহেরপুর জেলার সকল প্রকার দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান ও গণ পরিবহনসহ বিভিন্ন প্রকার যানবহন বন্ধ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সকল দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন ব্যাবসায়ীরা। শুধু মাত্র কাঁচা বাজার ও ওষূধের দোকান গুলি খোলা থাকবে। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে কাজ করছেন র্যাব-পুলিশের বিশেষ টিম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক

জরুরী নোটিশে জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে জনস্বার্থে (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার সকল দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, খাবারের দোকান, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরী পরিসেবা এ আদেশের আওতামুক্ত থাকবে।

এছাড়া যত্রতত্র ঘোরাফেরা না করে সকলকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে বাইরে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করতে দেখলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমন নির্দেশে পুলিশের বিভিন্ন টহল দল জেলার শহরসহ বিভিন্ন গ্রামেও অভিযান চালিয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দেয় পুলিশ। সেই সাথে মানুষকে করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতা মুলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের নির্দেশনার সাথে সাথে মেহেরপুরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

তবে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সর্তকতার সাথে বের হলেও কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

জেএসসি পরীক্ষায় গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলার শীর্ষে

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় সন্ধানী সংস্থা পরিচালিত মেহেরপুরের গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলার শীর্ষ ফলাফল বয়ে এনেছে।

গতবছর অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধা ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা গত সোমবার (২৩-০৩-২০২০) ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। এতে জেলার সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গাংনীর সন্ধানী স্কুল

এন্ড কলেজ শীর্ষে রয়েছে।

প্রকাশিত ফলাফলে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মোট বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৪১জন। এদের মধ্যে টেলেন্টপুলে ১৭ জন ও সাধারণ গ্রেড এ ২৪ জন বৃত্তি লাভ করে।

অন্যদিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে মোট ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে টেলেন্টপুলে ১৫ ও সাধারণ গ্রেডে ২১জন, মেহেরপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ৩২জন শিক্ষার্থীর মধ্যে টেলেন্টপুলে ১৩ ও সাধারণ গ্রেডে ১৯ জন, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ২০জনের মধ্যে ৫জন টেলেন্টপুলে ও সাধারণ গ্রেডে১৫ জন, গাংনী প্রি-ক্যাডেট এন্ড জুনিয়র হাই স্কুল থেকে মোট ১৬ জনের মধ্যে টেলেন্টপুলে ৪জন ও সাধারণ গ্রেডে ১২ জন, সাহারবাটি ইবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৩ জনের মধ্যে ৪জন টেলেন্টপুলে ও সাধারণ গ্রেডে ৯জন, জিনিয়াস ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মোট ১০জনের মধ্যে টেলেন্টপুলে বৃত্তিলাভ করে ২জন ও সাধারণ গ্রেডে ৮জন, গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ৯জনের মধ্যে টেলেন্টপুলে ৪জন ও সাধারণ গ্রেডে ৫জন, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট মোট ৬জনের মধ্যে টেলেন্টপুলে ৩ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৩জন বৃত্তি লাভ করে।

মেহেরপুর জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর আগেও বিভিন্ন শাখায় সন্ধানী সংস্থা পরিচালিত সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা ফলাফলে শীর্ষে অবস্থান করে আসছে।

ফলাফলে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে

গাংনী বাজারের দোকান-পাট বন্ধ ঘোষনা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল দোকান পাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে জেলা প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষনা দেওয়ার পর গাংনী পুলিশ বিভাগ থেকে বাজারের দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তবে ওষুধ, মুদিও দোকান, খাবার ও কাচা বাজার এ ঘোষনার আওতামুক্ত থাকবে বলে জানা গেছে।

এদিকে সন্ধ্যা থেকে দোকান পাট বন্ধ ঘোষনায় সাময়িক অসুবিধা হলেও ব্যাবসায়ীসহ সকল স্তরের লোকজন সমর্থন জানিয়েছেন।

দোকান পাট বন্ধ ঘোষনার সময় গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, সরকারের আদেশে দেশকে করোনা প্রতিরোধে বা করোনা যাতে বিস্তার লাভ না করে সেজন্য সাময়িকভাবে মানুষের জমায়েত এড়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান পাট বাদে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

গাংনী মহিলা কলেজ এলাকায় হাত ধোয়ার বেসিন উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ

করোনা ভাইরাসের সংক্রামন থেকে রক্ষা পেতে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মহিলা কলেজ এলাকায় হাত ধোয়ার জন্য বেসিন উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম হাত

ধোয়ার ব্যাচিং উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় বিশিষ্ট সমাজ সেবক ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নান সহ এলাকার গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে উপজেলা চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে হাত ধোয়ার বেসিন উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন উদ্বোধন ও মাক্স বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৫ টায় উপজেলা পরিষদ ও হাসপাতাল চত্বরে ব্যাচিং উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম সাহাবুদ্দীন আহমেদ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামিনে মুক্তি পেয়ে

মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে জুয়েল ও বেনজির হোসেন নামের দুজনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার বিকালে সাহারবাটি চারচারা বাজারে তাদের মারধর করা হয়।

এ ঘটনায় দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমানের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রবিউল ইসলামের ছেলে জুয়েল জানান, সম্প্রতি আমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে সমসের আলী, রফি, বাবুর আলী সহ তাদের সহযোগিরা।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আসামীরা জামিনে মুক্তি পেয়ে সোমবার সন্ধ্যায় টুটুলের নেতৃত্বে দুলাল সহ পূর্বের মামলার এজাহার নামীয় ৩ জন আসামী আর্তকিত হামলা করে আহত করে।

এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে টুটুলের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মারধরের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ এজাহার দায়ের করেনি।

মেহেরপুরের গাংনীতে সব পশুহাট সাময়িক বন্ধ ঘোষনা

করোনা ভাইরাস সতর্কতায় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সকল পশু হাট সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। আজ সোমবার সকালে এ ঘোষণার পর এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পশু হাট বামন্দী-নিশিপুর পশু হাটের কেনাবেচা কার্যক্রম স্থগিত করেছে হাট মালিক সমিতি।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে জনসমাগ না করতে সরকারী কঠোর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। সপ্তাহের প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বামন্দী-নিশিপুর পশু হাট বসে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমাগম ঘটে এ পশু হাটে। এ সমাগমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে বলে আশংকা রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের।

লক ডাউনের বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, জনসমাগম ঠেকাতে জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলার সব পশু হাট লক ডাউন করা হয়েছে। আজ সোমবার বামন্দী-নিশিপুর পশু হাটের নির্ধারিত দিন। এখানে অনেক সমাগম হয়। তাই সকালেই হাট কর্তৃপক্ষকে বন্ধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বন্ধ রয়েছে কি না তা তদারকি করার জন্য পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে।